দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ··· MAR. 1 3 1999

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাভারের কেজি স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন নেই

লেখাপড়ার মান নিম্ন ঃ অভিভাবকরা শংকিত

সাভার, ১২ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা) ঃ সাভার থানার কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি শিক্ষা বিক্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নামমাত্র বেতনে নিম্নমানের শিক্ষক দ্বারা বড় বড় সাইনবোর্ড সর্বস্ব এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত অন্ধকার। এ নিয়ে সাভারের অভিভাবকেরা শংকিত।

সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, সাভারের অধিকাংশ প্রিক্যাডেট বা কিন্ডার গার্টেনগুলো প্লে থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণীতে উঠলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অখ্যাত হাই স্কুল থেকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে রাখে। পরবর্তীতে সে স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার প্রস্তুতির শুরুতেই তাদের মাঝে হতাশা জেগে ওঠে।

সাভারের অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেনগুলোতে ভাল শিক্ষকের দারুণ সংকট রয়েছে। কোনমতে আইএ, বিএ পাস করা লোকজন কোথাও ভাল চাকরির ব্যবস্থা না হওয়ায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। এখান থেকে চাকরি খুঁজে। ফলে তাদের অন্তত একটা নির্ভরযোগ্য ঠিকানা মেলে। এছাড়া শিক্ষকতা করলে বেতন যা হোক কমপক্ষে দু'চারটা টিউশনির নিশ্চয়তা থাকে। পাশাপাশি শিক্ষক হিসেবে এলাকায় অনেক সম্মানও জোটে।

কিন্ডার গার্টেনগুলোয় মহল্লা পরিচিত এবং আত্মীয়তার সূত্রে ছাত্র ভর্তি করে। শিক্ষকরা মহল্লার বাসায় বাসায় গিয়ে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে স্কুলে নিয়ে আসে। অনেক অভিভাবকই বাসার কাছাকাছি, যাতায়াত ঝামেলামুক্ত হবার জন্য এসব কিন্ডার গার্টেনগুলোতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করে। তবে প্রাইমারী সেকশনে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশী থাকলেও হাই স্কুল সেকশনে ৫ থেকে ৬ জনের বেশী চোখে পড়ে না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীতে ১ থেকে ২ জন ছাত্রছাত্রীও দেখা গেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত বেতন দিয়ে ভাল শিক্ষক রাখতে পারছে না। তাছাড়া শিক্ষক যত ভালই হোক হাজার টাকার বেশী বেতন কোন স্কুলেই দিতে পারছে না। ফলে ভাল শিক্ষক এসব স্কুলে পাওয়া দুরাশাই মাত্র। এছাড়া বিজ্ঞানের ছাত্র ভর্তি করলেও সায়েন্সের যন্ত্রপাতি নেই কোন স্কুলেই। স্কুল পাঠাগার, মিলনায়তন ও খেলার মাঠ নেই কোন কিন্ডার গার্টেনই। ফলে এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনমানসিকতায় যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী কম বিধায় নিজেদের মাঝে লেখাপড়ায় কোন প্রতিযোগিতাও থাকছে না। তাই মেধায় সরলতা-দুর্বলতা যাচাই করার কোন সুযোগও থাকছে না। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বছরই তারা দারুণ হতাশায় ভোগে। এতদিন বুঝতে পারে লেখাপড়ার গলধ। তখন আর পিছনে ফেরার সময় থাকে না। তাই তারা সব সময় মানসিকভাবে দুর্বল থাকে।

ভুক্তভোগী অভিভাবক থেকে জানা যায়, প্রথমে সন্তান ভর্তি করার সময় ঝুঁকি ও যাতায়াত ঝামেলা মুক্তির জন্য তারা পছন্দ করে মহল্লার মাঝে বাসার পাশেই প্রিক্যাডেট, কিন্ডার গার্টেন স্কুল। ছেলেমেয়ে এ স্কুলে প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পর্যন্ত পড়ালেখা করান। পরে ভাল স্কুল দেখে ভর্তি করানো যাবে। কিন্তু এরই মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র এবং অভিভাবকদের সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রতি দুর্বলতা জন্মে। শিক্ষকদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন আবার অভিভাবকরা ভাবেন, এখানে ৭/৮ জন মিলে প্রাইভেট পড়ার মত পড়ালেখা করবে। নবম শ্রেণীতে উঠলে অন্যত্র ভাল স্কুলে দেয়া যাবে। দেখা যায়, তখন ভর্তি সংকট। তাছাড়া স্কুল শিক্ষকদের পীড়াপীড়িতে ছাত্ররা সংশ্লিষ্ট স্কুলেই থেকে যায়। পরে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিতেই ছাত্রছাত্রীরা মানসিক সমস্যায় পড়ে। অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় এক রুমে ৪/৫ জনের অংশগ্রহণের স্থলে কেন্দ্রে ৭০/৮০ জন ছাত্রের মাঝে পরীক্ষার দিতে হয়। দামী দামী স্কুলের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকরা সেখানে পরিদর্শক আর প্রিক্যাডেট বা কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষকরা সেখানে ২শ' গজ বাউন্ডারীর বাইরের দর্শক মাত্র। এসব কিন্ডার গার্টেনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান বিষয়ের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাদের জন্য অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে মনে হয়। এতে জ্ঞান এবং পাসের সনদ দুটোই তাদের নিকট দুরাশা।

সচেতন অভিভাবক মহলে শিক্ষা হিতৈষীবৃন্দ অবিলম্বে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি অথবা বিলুপ্তি প্রত্যাশা করেন।